সুভাষ স্মৃতি

বাসন্তী দেবী

আজ সুভাষের জন্মদিন। তাই ওর কথাই আজ সকাল থেকে খালি বার বার মনে পড়ছে।

সুভাষ সেই যে গেল—আর এল না। ও যে নেই একথা ভাবা এখনও আমার পক্ষে ভয়ানক কষ্টের। কিন্তু ও যে আছেই একথাই বা আর কি করে জোর করে বলি। শুধু আমি তো নয়, দেশের কোটি কোটি মানুষ তো ও কথা ভেবে এখনও দিশেহারা।

কেমন খ্যাপাটে ছিল ও, শোনো। আমার ওপর ওর যত জেদ, যত আবদার, যত অভিমান। বলা নেই, কওয়া নেই, সারাদিন কোথায় ঘুরত ফিরত। রাত ১১ টার পরে দুম্ করে এসে হাজির আমার কাছে। এসেই হুকুম—'শীগ্‌গির খেতে দিন, ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

পড়ে কী বুঝলে ?

1. কে, সেই যে গেল আর এলোনা ?
2. দেশের লোকেরা কেন দিশেহারা ?
3. "শীগ্‌গির খেতে দিন খিদে পেয়েছে", কে বলেছিল ?
4. কে বলেছিল ? "আমি জন্মই দিয়েছি, কিন্তু ওর মা তো আপনি"।

আমি বলি, 'ওমা সেকি কথা। খাওয়া-দাওয়া কখন শেষ, কাজের লোকেরা সব পাট চুকিয়ে বিশ্রাম নিতে চলে গেছে। এখন আমি তোমার জন্য রান্না করতে বসি আর কি !'

বাবু কি আর সে কথা শোনেন ! আবদার ধরে বসেছেন—'কেন, ভাতে ভাত খাব।'

তবু বোঝাই, 'ওরে লক্ষ্মীছাড়া, ওদিকে যে তোমার মা না খেয়ে-দেয়ে খাবার নিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে'।

কিন্তু বৃথা অনুরোধ। শেষ পর্যন্ত ওই রাত্রে যা হোক দুটো সেদ্ধ করে, আমাদের পূর্ব বাংলায় যাকে বলে ভাতে-ভাত রেঁধে, পেট ঠান্ডা করে না দেওয়া পর্যন্ত আমারও রেহাই পাবার কোনো উপায় ছিল না। তাই বুঝি ওর মা আমাকে প্রায়ই একথা বলতেন—'ওর আমি জন্মই দিয়েছি—কিন্তু ওর মা তো আপনি।'

এমনিতে সঙ্কল্পে কঠোর হলেও মনের ভেতরে ওর যে কী আশ্চর্য কোমলতা ছিল তা হয়ত তোমরা অনেকেই জানো না।

ও যখনই যেখানে যেত, ওর পেছনে গোয়েন্দা লেগে থাকত। একদিন রাত্রে ও আমাদের বাড়ি এসেছে— এসেই যেমন অভ্যেস, খাটের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়া—কিছুটা বিশ্রাম, এই অবকাশে বোধ হয় নতুন কিছু চিন্তার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। সেদিন, লক্ষ্য করলাম বাড়ির বিপরীত দিকের ফুটপাথে একজন লোক ঘোরাঘুরি করতে লেগে গেছে। আমি সুভাষকে কিছুতেই বাড়ি পাঠাতে পারছি না। বাইরে তখন টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে।

শেষে বলি — হ্যাঁ, সুভাষ, তুমি তো দিব্যি এখানে পড়ে রইলে, আর ওই বেচারা যে তোমার জন্য বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে— ও তো নড়তে পারছে না ডিউটি ফেলে।'

সুভাষ মজা পেয়ে বলে উঠল, 'ভিজুক ব্যাটা দাঁড়িয়ে, যেমন পেছনে লেগেছে।

আমি বলি, তা ওর কী দোষ বলো। বেচারার চাকরি বাঁচাতেই না এই কষ্ট। কিন্তু ওর তো বাড়িতে স্ত্রী কিংবা মা আছে, ছেলেমেয়ে কিংবা ভাই-বোন আছে। ভেবে দেখো তো, ওর জন্য তাদের কত ভাবনা হচ্ছে'—

এটুকু বলতেই দেখি সুভাষের চোখ সজল, কোনোমতে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে, চোখাচোখি হতে হয়ত বা একটু লজ্জিতও হ'ল। আমি ওর অবস্থা বুঝতে পারছিলাম—অন্যের কষ্ট ও যে কিছুতেই সহ্য করতে পারত না— এমন কি, কানে তেমন কিছু শোনামাত্র ওর মন যেন ব্যথায় গলে পড়ত।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. কার পেছনে গোয়েন্দা লেগে থাকত ?
2. সুভাষ 'বি. পি. সি.' র কোন পদে ছিলেন ?
3. সুভাষ কাকে বলেছে ভিজুক ব্যাটা ?

সেই সুভাষ।

তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে — ঠিক করলাম আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়ব সে আন্দোলনে।

সুভাষ তো কিছুতেই রাজি হবে না । অথচ সে তখন 'বি পি সি'র প্রেসিডেন্ট । তার অনুমতি না নিয়ে আমাদের যাওয়াও চলে না । সে বলে, 'আগে আমরা যাই, তারপর তো মেয়েরা । এখনও আপনাদের যাওয়ার সময় হয়নি ।'

তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি – কিন্তু সে কি বোঝে ! অনেক করে বুঝিয়ে শেষে রাজি করালাম। ৬ই মে আমরা আন্দোলনে যোগ দিলাম । ওঁর সম্মতি তো আগেই পেয়েছি । আমি, আমার ননদ ঊর্মিলা দেবী আর সুনীতি মিত্র গ্রেফতার হলাম ।– আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল বটতলা থানায় ।

এদিকে আমাদের গ্রেফতারের খবর পেয়ে প্রায় পাঁচ হাজার লোক বটতলা থানা ঘেরাও করে ফেলেছে। দারুণ উত্তেজনা । সেই জনতাকে কোনো শক্তি দিয়ে রোখা যাচ্ছে না ।

পুলিশ অফিসারকে বললাম, আমাদের বাড়ির গাড়ি আনার ব্যবস্থা করে দিতে—সেই গাড়িতেই আমি জেলে যাবো, নইলে ওঁদের গাড়িতে আমাদের নিয়ে যাওয়ার ধাক্কা ওঁরা সামলাতে পারবেন না ।

আমরা লালবাজারে এলে একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার জানালেন, আমরা যদি লিখিতভাবে শপথ করি আন্দোলনে আর যোগ দেবো না, তবেই আমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে । মজার কথা শোনো, শপথই যদি করবো তবে গ্রেফতার হলাম কেন !

পড়ে কী বুঝলে ?

1. তখন কোন আন্দোলন চলছিল ?
2. আন্দোলনে কোন মহিলারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ?
3. কাকে অনেক করে বুঝিয়ে রাজি করা হোল ?
4. কে খবর পেয়ে রাত দুটোয় হাজির হোল ?
5. সুভাষ কাকে খুবই ভালবাসতো ?

কর্তৃপক্ষ পড়লেন মহা বিপদে, একদিকে স্বাধীনতাকামী ক্ষুব্ধ দেশবাসী—আর একদিকে আইন । যা হোক, আমাদের জেলে পাঠানোই সাব্যস্ত হ'ল ।

গেলাম জেলে ।

ওমা, রাত দুটোয় হাঁকাহাঁকি ।

কী ব্যাপার ?

মুক্তির আদেশ এসে গেছে । চলে যেতে হবে ।

জেলের অধ্যক্ষকে বললাম—'রাতটা কাটুক, কাল সকালেই না হয় যাবো ।'

কিন্তু না, গভর্নরের আদেশ অবিলম্বে মুক্তির ।

রাত দুটোয় অগত্যা বাড়ি ।

আমাদের দেখে উনি তো অবাক, সেই সঙ্গে মহা ক্ষুণ্ণও হলেন ।

—'ফিরে এলে ?'

— 'কী করবো ? ছেড়ে দিলে যে'।

রাত দুটোয় সুভাষও কোত্থেকে খবর পেয়ে এসে হাজির হয়েছে । মুখ তার তখনও কালো, সে মুখে কালবৈশাখীর গভীর অন্ধকার ।

বুঝলাম, সুভাষ তখনও শান্ত হয়নি ।

হেসে বললাম—'কি, এবার হয়েছে ? ফিরে তো এলাম; আর কেন ?

কালবৈশাখীর মেঘ সরে গেল, শুরু হ'ল বর্ষণ । সুভাষের সে কী কান্না । কী ভালোই সে বাসতো আমাকে ।

জেনে রাখো ঃ

সংকল্প	—	দৃঢ়প্রতিজ্ঞা	**সাব্যস্ত**	—	সিদ্ধান্ত
ঊর্ধতণ	—	উঁচুস্তরের	**প্রেসিডেন্ট**	—	অধ্যক্ষ

লেখক পরিচয় ঃ

বাসন্তী দেবীর জন্ম ১৮৮০ সালের ২৩ শে মার্চ । তাঁর বাবা বরদানাথ হালদার ছিলেন এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী । বাসন্তী দেবী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী । স্বামীর রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্মে শুধু তাঁর সমর্থন নয়, সে সব কাজকর্মে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন । সুভাষচন্দ্রকে তিনি নিজের ছেলের মতো স্নেহ করতেন । চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার হলে 'বাঙলার- কথা' পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন । ১৯২১ সালে চট্টগ্রাম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন । ১৯৭৪ সালের ৭ই মে বাসন্তী দেবীর মৃত্যু ঘটে ।

পাঠ পরিচয় ঃ

এই পাঠে আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি । বাসন্তী দেবী সুভাষকে খুবই ভালোবাসতেন। তাই সুভাষ তাঁর কাছে আবদার করাটা নিজের মায়ের মত অধিকার মনে করতেন। লেখিকা সুভাষের চরিত্র চিত্রণ করেছেন এই পাঠের মাধ্যমে । সুভাষ নিজেকে কঠোর দেখালেও অন্যের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও কোমলতা ছিল, তা এই পাঠের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকাও স্পষ্ট হয়েছে ।

পাঠবোধ ঃ

খালি জায়গায় সঠিক শব্দটি লেখো ঃ

1. **দেশের..... মানুষ তো ও কথা ভেবে এখনও দিশেহারা ।**

(শত শত / কোটি কোটি)

2. **বলা নেই..... সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরত ফিরত ।**

(কওয়া নেই / দেখা নেই)

3. **ও যেখানে যেতো ওর পেছনে..... লেগে থাকত ।**

(পুলিশ / গোয়েন্দা)

4. **সুভাষ মজা পেয়ে বলে উঠল, ... ব্যাটা দাঁড়িয়ে ।**

(ভিজুক / থাকুক)

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

5. সকাল থেকে কার কথা লেখিকার বার বার মনে পড়ছে ?
6. কে বলল "এখন আমি তোমার জন্য রান্না করতে বসি আর কি !"
7. শেষ পর্যন্ত বাসন্তী দেবী সুভাষের খাবার সম্বন্ধে কী করলেন ?
8. সুভাষের মা বাসন্তী দেবীকে কী বোলতেন ?
9. বাসন্তী দেবী সুভাষকে কিছুতেই বাড়ি পাঠাতে পারছিলেন না কেন ?
10. অসহযোগ আন্দোলনে কারা ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন ?
11. তাঁদের গ্রেফতার হওয়ার খবর পেয়ে কারা কী ঘেরাও করেছিল ?
12. সবশেষে সুভাষের কান্নার কারণ কী ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

13. সুভাষের প্রতি লেখিকার ভালোবাসার পরিচয় দাও ।

14. 'সুভাষ অন্যের কষ্ট কিছুতেই সহ্য করতে পারত না',কোন ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁর এই চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তার বর্ণনা নিজের ভাষায় লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. কারক কাকে বলে ? কয় প্রকার তার নাম লেখো ।

2. বাক্য রচনা করো ঃ

দিশেহারা	রেহাই
অভিমান	ক্ষুণ্ণ

3. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

উপস্থিত	অনুরোধ
শেষ	কঠোরতা

জেনে রাখো ঃ

ক্রিয়ার সঙ্গে নাম পদের (অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনামের) সম্বন্ধকেই কারক বলে ।

কারক ছয় প্রকার —

কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ ।

কর্তৃকারকের একটি উদাহরণ লক্ষ্য করো —

যে করে বা যে হয়, সেই কর্তা, কর্তাকেই কর্তৃকারক বলে ।

যেমন – মিনি খেলছে । সমু পড়ছে । 'মিনি' ও 'সমু' এই দুটি পদকে আশ্রয় করে 'খেলছে' ও 'পড়ছে' ক্রিয়া দুটি অর্থ প্রকাশ করছে ।